ইত্তেফাক

তারিখ 31/10/84 পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

0- 050

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন সকল কলেজের ১৯৮৩ সালের অনার্স ও প্রথম পর্ব মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে গত বৃহস্পতিবার ও সোমবার উপর্যুপরি দুই দিন গোলযোগ ও বোমাবাজির ঘটনায় নগরীর কলেজগুলির অনার্স পরীক্ষা সাময়িকভাবে বাতিল হওয়ার পর গতকাল (মঙ্গলবার) ভাইস চ্যান্সেলর অফিসে সকল অনুষদের ডীন ও সকল বিভাগের

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

অনার্স পরীক্ষা স্থগিত

(১ম পৃঃ পর)

চেয়ারম্যানদের এক বৈঠকে সকল কেন্দ্রের অনার্স ও প্রথম পর্ব মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। আজ (বুধবার) ও আগামীকাল হইতে যথাক্রমে সনাতন পদ্ধতির অনার্স ও প্রথম পর্ব মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা আর আপাততঃ অনুষ্ঠিত হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন স্থগিত ঘোষিত এই দুই ধরনের পরীক্ষার সময়সূচী পরে ঘোষণা করা হইবে। অবশ্য এইগুলি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষা পূর্বের সময়সূচী অনুযায়ী যথারীতি চলিতে থাকিবে।

এদিকে জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ইডেন কলেজ ও বদরুন্নেছা কলেজের সাধারণ পরীক্ষার্থীরা গতকাল প্রেস ক্লাবের সম্মুখে একত্রিত হইয়া তাহাদের অনার্স পরীক্ষা ভণ্ডুলকারী যুবকদের কঠোর হস্তে দমন করার আহ্বান জানান। তাহারা অনতিবিলম্বে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১১৭ জন পরীক্ষার্থী গতকালও এক বিবৃতিতে অবিলম্বে সনাতন পদ্ধতির অনার্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার দাবী জানাইয়াছেন। কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী গতকাল ঢাকা কলেজ কেন্টিনে জমায়েত হইয়া ১৯৮৩ সালের অনার্স পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী কর্তৃক বোমাবাজি ও চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এম, আমিনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ মসিহুজ্জামান এই বিবৃতিতে বলেন, মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র নামধারী পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া শিক্ষকদের অবমাননা করিয়া, সকল পরীক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবন ব্যাহত করিয়া শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও জাতির যে ক্ষতি করিল উহা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করিতে হইবে। এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার জন্য তাঁহারা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ম, আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী এক বিবৃতিতে পরীক্ষার হলে কিছু সংখ্যক তথাকথিত ছাত্রের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার নিন্দা করেন।